পোলকের বাক্যভঙ্গ অথবা বাটারফ্লাই এফেক্ট[১]

তন্ময় ভট্টাচার্য্য

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি

১

যা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারছি সেটাই সত্য, এ রকম ভাবা খুব সহজ। অনেক ক্ষেত্রেই এ কথাটা দৃপ্ত স্বরে ব্যক্ত করা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রেই এ রকম ভাবাটা অকথিত বা অস্বীকৃত থেকে যায়। আবার অন্য আরও বিষয়-বিভাগে এ রকম ভাবাটা যে আশ্চর্যজনক সেটা অভিনয় মাত্র। অথচ কোনও না কোনও ভাবে আমরা সবাই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই বুঝতে পেরেছি যে এ হওয়ার নয়। এমন অনেক কিছুই আমরা শিখে ফেলি যা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এ ব্যাপারটা এতই সাধারণ যে আমরা পরবর্তী কালে তা ভুলেই যাই। অগোচরে এটাই আমাদের প্রভাবিত করে যে যা প্রত্যক্ষ তাই সত্য। এভাবেই এমপিরিসিজম্ রোজ-রোজ জিতে যায়।

ভাষাবিজ্ঞানকেও এই হার নানাভাবে আহত করেছে। কারণ সে মাঠেও খেলা হয়েছে এই খেলা। খুব কঠোর কথা, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে এটা বলতেই হবে যে জীবনের মাঠেও চরাচর চলছে এই খেলা, এবং সব জায়গাতেই ওই একই স্কোর। বেশির ভাগ দর্শকই কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলটা জানেন না, আবার অনেকেই জেনেশুনেও খেলা দেখতে আসছেন, তাঁদের কি রকম যেন একটা নেশা হয়ে গেছে, জেতার অভিজ্ঞতাটাই একটা নিজস্ব রূপ ধারণ করে ওঁদের রোজ টেনে আনছে, জেতাটা নয়। এভাবে রাশি রাশি মানুষের জবুথবু হয়ে নিত্য আসা যাওয়ার ট্রাফিকটা একটা স্বভাব হয়ে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

২

এই প্রবন্ধে আমি ১৯৮৯ সালের কয়েকটা ঘটনার সমাপতন নিয়ে কটা কথা বলব, এবং দেখাতে চেষ্টা করব কিভাবে এই ঘটনা-সূত্র ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে—বিশেষ করে বাক্যরচনার ইতিহাসে—এক গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে। অনুচ্ছেদ (১)-এর সাদৃশ্যে, এটা দেখা হবে যে কিভাবে বাক্য-গঠনের একটা ক্ষুদ্র, অদৃশ্য স্পন্দন, ব্যাকরণ-রচনার—এবং, এখানে আমি বলতে চাইব মানবিকতার—প্রকৃত রূপ-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনায় ঘূর্ণিঝড় বা হারিকেন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

এই প্রসঙ্গে, এটা বলা যেতে পারে যে ১৯৮৯ সালটা আমাদের এই বাক্য-বিন্যাসের

ইতিহাসের সীমিত পরিসরে একজন অপুরস্কৃত নায়ক। সত্যি বলতে কি, এ বিষয়ে আমার মতামত আরও বিতর্কমূলক—আমি এর চেয়েও কঠোর দাবি করি যে বাক্যগঠনের ইতিহাস, আমার মতে, আমাদের চিন্তন জগতের ইতিহাস, শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্বের নয়। এ কথাটা কোনও মতেই গোপনীয় থাকার নয় যে অন্বয়তত্ত্বই মননের একমাত্র নির্ভরশীল তত্ত্ব। এটা যদি সত্য হয় তা হলে আমাদের মনন-চিন্তনের ইতিহাসে বাক্যগঠনের ইতিহাসের গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

২.১

১৯৮৯-এর সর্বপ্রথম এবং সর্বখ্যাত ঘটনা হল জঁ-ইভ পোলকের লিঙ্গুইস্টিক ইনকোয়ারি (Linguistic Inquiry) নামক বিখ্যাত পত্রিকায় "ক্রিয়া-অভিবাসন, বিশ্বজনীন-ব্যাকরণ, এবং আই. পি. বিন্যাস" (Verb Movement, Universal Grammar and the Structure of IP) নামক প্রবন্ধের প্রকাশ। এই প্রবন্ধের প্রধান গুরুত্ব হল বাক্যের আন্বয়িক-কাঠামোর পরিবর্তনের ঘোষণা। অন্ততপক্ষে ১৯৫৭-তে যখন চমস্কির সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার প্রকাশিত হয়েছিল, বাক্যাঙ্গে AUX (যা সহায়ক ক্রিয়া রূপে চিহ্নিত হয়) বৃন্তে (Node) তিন প্রকার তথ্যের অবস্থান ভাবা হত—কাল-সম্পর্কিত, ভাব-সম্পর্কিত, এবং সঙ্গতি-সম্পর্কিত (Agreement)। বাক্যবিন্যাসের ইতিহাস, এর পর মুখ্যত দুটো প্রধান পরিবর্তন দেখা যায় : (১) ত্রিবিভাগীয় পদবিন্যাস যেমন S → NP AUX VP জায়গা করে দিল দ্বিবিভাগীয় পদবিন্যাসের S → NP VP, যেখানে AUX এখন ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত, এবং (২) ক্রিয়াগুচ্ছের অন্তর্গত এই AUX বৃন্তটা হয়ে গেল INFL (বিভক্তি প্রকরণের সংক্ষিপ্ত রূপ), এই INFL অথবা আরও ছোট I হয়ে উঠল বাক্যের মুখ্য অঙ্গ (শির বা Head) আর বাক্যরূপ বর্ণনা করা হল মূলত দুটো নিয়মানুসারে : (i) IP → NP, I' (ii) I' → I, VP। যদিও বাস্তবিকে I বৃন্তটা শুধুমাত্র কাল-সম্পর্কিত তথ্য-ই বহন করে, সঙ্গতি আর ভাবের ব্যাপারে GB-তত্ত্বে একটা পরিকল্পিত নীরবতার পরিবেশ ছিল।

তখনকার পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারটা বোঝা যায় কারণ চমস্কির ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'শাসন ও বন্ধন' (Government and Binding – GB) তথ্যটিতে সঙ্গতির কোনও চর্চা নেই বললেই চলে, এটা GB তত্ত্বের একটা দুর্বলতা বলা যেতে পারে। এই একই ব্যাপার, পোলকের সময়ে যে কাঠামো নিয়ে কাজ হত, অর্থাৎ ব্যারিয়ারস (চমস্কি ১৯৮৬)-এও ছিল। অন্য আর একটা অন্বয় রচনার কাঠামো অথবা গাজদার, পুলম, ক্লাইন, এবং সাগ-এর রচিত সাধারণ বাক্যাংশ-সংগঠন ব্যাকরণ বা Generalised Phrase Structure Grammar (GPSG) সঙ্গতি-বিষয়ক তথ্য পরিবেশনে অনেক বেশি সফল। এটা বলাও জরুরি যে অন্য অনেক এই ধরনের তথ্যের মত GPSG-ও ভাষা ও মনন বিষয়ে কোনও মূল্যবান প্রশ্ন না ওঠানোর জন্য পথ-পার্শ্বস্থ হয়ে যায়। এই সব বিকল্পিক তথ্যসমষ্টি আজও কোনও না কোনও আকারে এক বিস্মৃত অভ্যাসরূপে প্রচলিত। অবশ্য, সঙ্গতি বিবরণে যে সাধন বর্তমান তথ্যে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা নীতি এবং পরামিতির (Principles and Parameters,

BG আর Barriers যার অন্তর্গত) বর্তমান রূপ ন্যূনতমবাদী-তত্ত্বে (Minimalism) ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ সঙ্গতিসূচক বৈশিষ্ট্য বা স্বলক্ষণ (Features), তা GPSG-জাতীয় তথ্যগুলির বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। নিয়মানুসারে যদিও বৈশিষ্ট্য বা স্বলক্ষণ মিনিম্যালিজমে শুধুমাত্র যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়, কৌশল হিসেবে নয় ; বলা যেতে পারে এ তত্ত্বে এটা একটা উপায়, পরিণতি নয়।

যাইহোক, পোলক তো বৃন্ত-টাকে দু-ভাগে ভেঙে ফেললেন—এই বিচ্ছিন্নতা দুটো নতুন শীর্ষাংশের বা শিরের জন্ম দিল—T (কালহতু) আর Agr (সঙ্গতি উদ্দেশ্য), এদের আবার নিজস্ব শব্দগুচ্ছ হিসেবে TP এবং AgrP প্রসারিত হয়। আনুষঙ্গিকভাবে এটা বলা যেতে পারে যে পোলক নিজে পরবর্তীকালে MoodP-র উপস্থাপনা করেছিলেন (এবং আমাদের কজনকে ১৯৯৪ সালে CIEFL-এ একটা গ্রীষ্মকালীন কর্মশালায় নিজের ১৯৯৩-র অপ্রকাশিত প্রবন্ধের ভিত্তিতে পড়িয়েছিলেন) কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক ওই প্রস্তাবটি টেঁকেনি, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়—যেমন আমার প্রথম ছাত্রী ইন্দ্রাণী রায়ের বাংলা নঞর্থক শব্দাংশ নিয়ে করা স্নাতকোত্তর গবেষণাপত্র, আমার নিজের ১৯৯৫-র ডক্টরেট এবং ওঁর ১৯৯৬-র এম. ফিল্ (দুটোই হায়দ্রাবাদে প্রবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে করা) এবং অবশেষে ভট্টাচার্য্য (১৯৯৭, ১৯৯৮a, b)।

২.২

বাক্যবিন্যাসে অবধারিত প্রভাব ছাড়াও, আমার মতে পোলকের প্রবন্ধ ভাষাতত্ত্বে ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যবহার করার প্রথম উদাহরণ। এই পদ্ধতি এক নতুন ঐতিহ্যের সূত্রপাত করল, যেখানে গবেষকেরা এক নতুন ধরনের আন্বয়িক যুক্তি প্রস্তুত করার সুযোগ পেলেন, যদিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ রকম প্রমাণ অনাবশ্যক। দু ভাষায় দুই বিভিন্ন প্রকারের ভাব বিভক্তির ঐতিহাসিক উৎপত্তির উপলক্ষ্যে, ইংরাজি আর ফরাসিতে মূল ক্রিয়ার স্থানান্তরণের তুলনামূলক পার্থক্যের পরামিতিক প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। পোলক এভাবেই রবার্টস্ ১৯৮৫-র সঙ্গে এক মত হয়ে ইংরাজিতে বহুবচনে সঙ্গতির অভাবে ভাববাচক বিভক্তি এবং অর্থহীন সহকারী ক্রিয়া do-এর উৎপত্তির প্রস্তাব রাখলেন। Agr-কে অভেদ্য স্বীকার করে পোলক দেখালেন যে ইংরাজিতে মূল সমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়া-বিশেষণের ডান দিকে থাকবে আর কালসমেত সহায়ক ক্রিয়া ক্রিয়া-বিশেষণের বাঁ দিকে থাকবে, অন্য কোনও বিকল্প পদক্রম গণ্য করা হবে না (*-চিহ্নিত) :

(a) Arvind often threatened Najeeb.
(b) Arvind has often threatened Najeeb.
(c) *Arvind threatened often Najeeb.
(d) *Arvind often has threatened Najeeb.

ক্রিয়া-বিশেষণের অবস্থান যেহেতু ক্রিয়াগুচ্ছের অগ্র ভাগে, এই উদাহরণগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ইংরাজিতে মূল ক্রিয়া-পদগুচ্ছের ওপরে অর্থাৎ কালের বসতি T-তে

যেতে পারছে না, তাই ধরে নিতে হবে যে কাল T থেকে নীচে ক্রিয়ার অবস্থানে নেমে আসছে ; সহায়ক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না, এখানে কালের বসতি কালেই এবং ক্রিয়া স্থান থেকে সহায়ক ক্রিয়া T-তে উঠে যাচ্ছে। এ সব তথ্যে ফিরে আসব পরে। আপাতত নীচের বৃক্ষ-চিত্র (Tree Diagram) দুটো দেখে দুই ভাষার পার্থক্যের পরিস্থিতি মনে রাখুন :

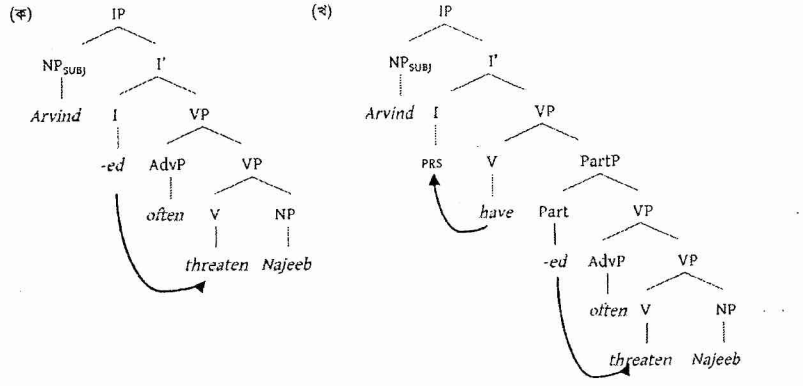

(খ) বৃক্ষ-চিত্রে PartP মানে Participial Phrase (কৃদন্ত পদ) মেনে নেওয়া হচ্ছে এবং PRS, Present (বর্তমান কাল বোঝাচ্ছে), অর্থাৎ সহায়ক ক্রিয়া I-তে চড়ে has হয়ে যাচ্ছে আর কৃদন্ত মূল V-তে নেমে threatened হয়ে যাচ্ছে।

এই তুলনামূলক গবেষণার আধারে, ভারতীয় ভাষার সুপ্‌বর্গ বা DP-র ওপর (এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার জন্য ভট্টাচার্য্য ১৯৯৫-২০০১ দ্রষ্টব্য) সর্বপ্রথম গবেষণা আমার আর প্রবাল দাশগুপ্তের যৌথ প্রবন্ধ যা প্রথমে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা হয়েছিল ১৯৯২-তে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে (ভট্টাচার্য্য এবং দাশগুপ্ত ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য)। এই প্রবন্ধের মূল প্রস্তাব হল যে পূর্বী ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্লাসিফায়ারের প্রচলন এই ভাষাগুলোয় লিঙ্গ-সঙ্গতি বিলুপ্তির কারণেই। ঐতিহাসিক প্রমাণ তা হলে বৈন্যাসিক যুক্তিতে সফল রূপে ব্যবহার করা সম্ভব।

ব্যাকরণে পরামিতি-জাতীয় ধারণার উত্থান GB-তত্ত্বের শেষের দিকে এবং ন্যূনতমবাদী-তত্ত্বের শুরুর দিকে। পরামিতির প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং এই বিষয়বস্তুতেই পোলকের প্রস্তাবনা অবস্থিত—যে কাজটা এমন্ডস্ ১৯৭৬-এ শুরু করেছিলেন ফরাসি-ইংরাজি ক্রিয়া-অভিবাসনিক পার্থক্য নিয়ে,

তা শেষ হল পোলকের ১৯৮৯-র বাক্যভঙ্গে। অবশ্য এটাও সত্যি যে মিনিমালিজমে প্রায়শই পোলকের অভেদ্য/অনভেদ্য Agr-এর প্রকৃতিকরণের অনুকরণে গবেষণা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় যখন ভাষাগত পার্থক্যের কারণ অসীমিত পরামিতি দেখানো হয়।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে বলা যেতে পারে যে পোলকের প্রবন্ধের মর্মার্থ দুই কারণে : (ক) বাক্যবিন্যাসগত, (খ) অন্বয়ে প্রমাণের প্রকৃতি সম্বন্ধিত।

৩

প্রথাগতভাবে অন্বয়ের ইতিহাস রচনা করা হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বা বইয়ের প্রকাশ-কালের আধারে। যেমন সঞ্জননী ব্যাকরণের ইতিহাস সাধারণত নিম্নলিখিত রূপে প্রদর্শিত হয় (যেখানে গ্রন্থাদির শীর্ষকের প্রধান অংশ ব্যবহার করা হয়েছে) :

> (১) Standard Theory (Aspects 1965) → Extended Standard Theory (Conditions 1973) → Revised Extended Standard Theory (''Filters & Control'' 1977) → Government and Binding (Government and Binding 1981) → Barriers (Barriers 1986) → Minimalism (Minimalist Program 1995)

এই তথাকথিত বর্ণনায় দুটো জিনিস আমাদের প্রভাবিত করে : (i) বাগর্থ খণ্ড (Semantic Component) উপযোগের প্রতিনিধি স্তরের আপেক্ষিক ওজন, এবং (ii) অভিবাসন (Movement) ; এর মধ্যে অভিবাসন পরবর্তী কালের পুনর্বর্ণনে প্রতীক হিসেবে সবলতর।

অবশ্য একটা বিকল্প ইতিহাস-রচনা সম্ভব, যা আমি গত ১৫ বছর যাবৎ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর অন্বয় (Advanced Syntax) নামক কোর্সে পড়াচ্ছি, এটা নীচে দেওয়া হল :

> (২) Ross's Island (1967) → Subjacency (1973) → Barriers (1986) → Minimality (Rizzi 1990) → Phase Theory (1998/2000)

এখানে (২)-এ অভিবাসনের চেয়ে কি বস্তু অভিবাসনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে তা-ই প্রধান রূপক, অথচ এটা খুব বিস্ময়কর যে অভিবাসনের *প্রতিবন্ধকের* চর্চা এক অর্থে অভিবাসনের চর্চাই বলা যেতে পারে। এটা determinatio est negation নয় অথচ তার অনুরূপ কিছু, যা এক ভিন্ন প্রবন্ধ, ভিন্ন মঞ্চের জন্য। (২)-এর ক্রমটা বেশি আকাঙ্ক্ষিত কারণ ওটা আমাদের সরাসরি, প্রকৃতভাবে চমস্কির ১৯৯৮-এর পর্ব (Phase)-সম্বন্ধী প্রস্তাবে নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধে হল যে এই বর্ণনাক্রম আমাদের ব্যাকরণিক মিতব্যয়িতা (Economy) সম্পর্কিত চর্চা—যা ন্যূনতমবাদী-তত্ত্বের বিশিষ্টতম বিষয়বস্তু—আরম্ভ করার সুযোগ দেয়।

৩.১

আর এখানেই আমি ফিরে আসি আমাদের প্রধান চরিত্রে। পোলক (১৯৮৯) পড়ানোর

সময় একটা প্রশ্ন যা আমি বারংবার উঠিয়েছি তা হল : পোলক কি ন্যূনতমবাদী-তত্ত্বে তাঁর এই ১৯৮৯-র মধ্যস্থার প্রভাবের পরিণতি সম্বন্ধে অবগত? আমি সর্বদা এ প্রশ্নের জবাব 'না'-তে দিয়েছি, এবং প্রায়ই পোলকের মডেলের এই রিক্ততার ন্যায্যতা বুঝিয়েছি, তাঁর দুর্ভাগ্যবশত অবস্থানকে দায়ী করে—এ এক এমন সীমান্ত যেখানে একদিকে ব্যারিয়ার্সের সূর্যাস্ত, আর সেই আকাশেই ন্যূনতমবাদী তত্ত্বের সূর্যোদয়। এই দুর্ভাগ্য অনেক ভাষাবৈজ্ঞানিকেরই ঘটেছে—এবং এটা এই বিজ্ঞানের সুস্থতার পরিচয়।

আমরা বোধহয় বেশি এগিয়ে গেছি, এখন এক ধাপ পেছনে ফিরি এবং বলি কেন আমার মনে হয় যে পোলকের এই ব্যাকরণিক মিতব্যয়িতার বিষয়ে অজ্ঞাত থাকাটা ওঁর অনুকল্পে অনিশ্চয়তা এনে দেয়।

ওই একই বছরে পোলকের প্রবন্ধের সঙ্গে আরও একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—এবার চমস্কি নিজেই তার লেখক—অবশ্য সেই লেখাটা প্রকাশিত হয় অনেক গৌণ একটা পত্রিকায়, ওঁরই নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান MIT-র এক ওয়ার্কিং-পেপারস্-এ। সে প্রবন্ধের শীর্ষক ছিল ''Some Notes on Economy of Derivation and Representation''। এখানে 'মিতব্যয়িতা' শব্দটি দ্রষ্টব্য—পোলক কিভাবে এই শিরোনামের শব্দটাই ধরতে পারলেন না সেটা ভেবে আশ্চর্য হই। চমস্কি এবং পোলক দুজনেই নিজেদের প্রবন্ধের কাজ নিশ্চিত ১৯৮৬-৮৮ নাগাদ করছিলেন, এবং এটাও সম্ভব নয় যে পোলক চমস্কির কাজের ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিলেন, কারণ চমস্কি নিজের কাজ কোনও দিনই গোপনীয় রাখেননি, বরঞ্চ তাঁর প্রকাশিত সব লেখাই প্রকাশনের অনেক আগেই ক্লাসে লেকচারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা এবং চর্চা করা হয়, "নোট"-টিও ১৯৮৬-র শরৎকালীন সেমেস্টারে (Fall) পড়ানো হয়েছিল। এ ব্যাপারটা তখনও সত্য ছিল, আর এখনও। তাই বুঝি না কিভাবে পোলক এ ব্যাপারটা এঁড়িয়ে গেলেন[২]।

এবার আসল কথায় আসা যাক। যদিও গবেষকেরা এখনও ধরে উঠতে পারেননি, চমস্কি এই ১৯৮৯-র নোট-এ নীতি (principles) এবং নির্দেশাবলির (guidelines) মধ্যে একটা পার্থক্য দেখিয়েছেন[৩]। এই প্রস্তাব নীতি, যা কিনা GB-থেকে নিয়ে ন্যূনতমবাদী তত্ত্ব পর্যন্ত যাবৎ আন্বয়িক সিদ্ধান্তের আদি-প্রতীক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, বিশ্বজনীন এবং পরামিতিকে নির্ধারিত রূপে (নীচে দেখুন) মেনে চলার ভিত্তিতে গড়া ; এবং সেজন্যই :

> a language is therefore not a set of rules but a set of specification of parameters in an invariant system of principles of Universal Grammar (UG) (চমস্কি ১৯৯৫ : ১২৯)

উনি অনুমান করেন যে নীতির থেকেও সাধারণ নিয়ম থাকা সম্ভব, এবং তাকেই উনি নির্দেশাবলি বলে গণ্য করতে বলছেন।

অন্য দিকে পরামিতির গুরুত্ব বুঝতে হলে, আমাদের নীতি এবং পরামিতির প্রথম অবতার GB তত্ত্বে ফিরে যেতে হবে (চমস্কি ১৯৮১), যা তার-ও আগের পদবিন্যাসবিধি-

ব্যাকরণের বদলে প্রতিস্থাপিত। সেই প্রাথমিক উপসংহারকে সাময়িক পরিভাষায় পুনরাবদ্ধ করতে হলে বলা যেতে পারে যে নীতি-সমষ্টি প্রজননীর (জন্ম-সৃষ্ট), অর্থাৎ মনুষ্য-শিশুর ভাষা অর্জনের জন্মসিদ্ধ বা স্বজাত যন্ত্রকৌশলতা। অন্যদিকে পরামিতি অন্য ধরনের যন্ত্রকৌশলতা বোঝায় যা জন্মজাত নয় এবং যা শুধুমাত্র ভাষার প্রভাবাধীনত্বেই সম্ভব ; প্রথমটা বিশ্বজনীন এবং দ্বিতীয়টা ভাষা-নির্দিষ্ট। পরামিতিগুচ্ছ সেই কারণে ভাষার শব্দসম্ভারের (Lexicon) উপর নির্ভরশীল, আর নীতি-সমষ্টি প্রক্রিয়া-প্রণ্যাসের (Computational System) উপর।

অতএব 'নোট'-টা ব্যাকরণে নির্দেশাবলির ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ সন্ধানের সূত্রপাত। এবং যখন এই প্রমাণ পাওয়া যাবে, ব্যাকরণের কাজ হবে নির্দেশাবলিকে নীতিতে পরিবর্তিত করা। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে প্রাকৃতিকভাবে কোনও রকম অনাবশ্যক বস্তু বা পদক্ষেপ অগ্রাহ্য করাটা নির্দেশাবলির একটা "ন্যূনতম-প্রচেষ্টা"-জনক (Least effort) চিহ্ন। বিভক্তিপ্রকরণ নির্দেশাবলি খোঁজার একটা মুখ্য ভাষা-ক্ষেত্র কেননা রূপতত্ত্বকে আন্বয়িক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে পদশির-অভিবাসনের সঙ্গে বিভক্তিপ্রকরণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বোঝা যায়। আমরা বলতে পারি যে চমস্কির নজরে পোলকের বিভক্তিতে ক্রিয়া-অভিবাসন, নির্দেশাবলি অনুসন্ধানের এক উদাহরণ, আর এটাই চমস্কির প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু।

যেহেতু নির্দেশাবলি-সমষ্টির এক প্রকারের "ন্যূনতম-প্রচেষ্টা"-মূলক বিশিষ্টতা আছে, এটা স্পষ্ট যে চমস্কির পদশির-অভিবাসন-সম্বন্ধি অন্তর্দৃষ্টি একটা ব্যাকরণিক মিতব্যয়িতার বিষয় ; এই সেই অন্তর্জ্ঞান যে ব্যাপারে পোলক সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিলেন (টীকা দ্রষ্টব্য)। চামস্কির এই পোলকীয় প্রণালীকে এক নতুন নজরে দেখানোর ফলে ন্যূনতম-প্রচেষ্টামূলক নির্দেশাবলির রূপ আরও স্পষ্ট হল, এবং স্থির হল যে নির্দেশাবলির মূল্যায়ন বিচারের মান হবে (১) বাক্য প্রকরণ প্রক্রিয়ার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী—যে সব প্রক্রিয়ার পদক্রম সংখ্যা কম, সে প্রক্রিয়াকে "সস্তা" গণ্য করা, (২) বিশ্বজনীন-ব্যাকরণ অনুসরণে (যা "সস্তা") বা নির্দিষ্ট ভাষা অনুযায়ী প্রথা (যা "দামী"), এবং (৩) সংক্ষিপ্ত অভিবাসনকে দীর্ঘ অভিবাসনের থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া।

চমস্কির এই পূর্ণদৃষ্টিকরণ এক ধরনের একরূপতার প্রভাব সৃষ্টি করল—দেখা যাক কি ভাবে। প্রথমেই লক্ষ্য করুন যে পোলকের পদশির-অভিবাসনের প্রদর্শন তাঁর কাজটিকে ইতিহাস রচনার দুই ধারারই বাইরে রাখছে [ভাগ ৩-এর (১), (২) দ্রষ্টব্য]। অবশ্য, চমস্কির নির্দেশাবলি অনুসন্ধানের রূপে পোলকের প্রস্তাবে গুরুত্ব আরোপণ, সে কাজে পূর্ণ জীবন এনে দেয়, বলা যায়। এই বিষয়বস্তু খুব সহজেই এবং সবলাকারে ন্যূনতমবাদী তত্ত্বে পরামিতি সন্ধানের কৌশল তুলে ধরে—এটা এমন্ডস্-এর ইংরাজি-ফরাসি ক্রিয়া-শির-অভিবাসনের পার্থক্য জিজ্ঞাসার পরিণতি। পদশিরের অবনতি বা "ঝাঁপ" (I→V ইংরাজিতে) এবং উত্তোলন বা "লাফ" (ফরাসীতে V→I), আধুনিক ব্যাকরণে গুরুত্ব অর্জন করল।

একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ নেওয়া যাক। ইংরাজিতে বিভক্তির-লাফঝাঁপ (Affix Hopping) অধীনত I থেকে V-তে ঝাঁপানোর ফলে[৪] একটা বেঠিক "শিকল"-এর (bad chain) সৃষ্টি হয়। শিকল অভিবাসনের ইতিহাসকে প্রদর্শিত করে, যেমন I→V অভিবাসনের শিকল হবে (t, I) যেখানে 't' বস্তুচিহ্ন (trace) বিভক্তির প্রাক্তন অবস্থান, বিভক্তির ক্রিয়াতে ঝাঁপ দেওয়াতে, I-এর বসতি এখন V-তে (তাই V-এর জায়গায় I দেখানো হয়েছে)। এবার বুঝতে হবে যে (t, I) একটা বেঠিক শিকল কেন ; লক্ষ্য করে দেখুন যে এই শিকলের অগ্রভাগেই এক বস্তুচিহ্ন রয়েছে। এ রকম হওয়াটা সেই সিদ্ধান্তের লঙ্ঘন যা বলে যে কোনও argument যদি স্থান পরিবর্তন করে তা হলে সে তার নিজের বস্তুচিহ্নকে সি-কমান্ড্ অথবা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে। এই বেঠিক শিকলের দূরপ্রভাব পড়ে নৈয়ামিক স্তরে (Logical Form)।

এরপর কি হবে যারা জানেন তাঁরা জানবেন যে এর পর যা হল তা আশ্চর্য কল্পনা ক্ষমতার এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

৩.২

নৈয়ায়িক স্তরে (t, I)-এর মত শিকল গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এ ধরনের একটা বৈন্যাসিক বস্তু অর্থহীন। লক্ষ্য করুন যে বৈন্যাসিক স্তর থেকে আন্বয়িক প্রক্রিয়া নৈয়ায়িক স্তরে কেবল একটা বৃক্ষই পাঠায় না বরঞ্চ অর্থনির্মাণের জন্য একটা সম্পূর্ণ মোড়ক (Package) পাঠায়। এই মোড়কটিতে শিকল জাতীয় বস্তুও থাকে। এবার এই বেঠিক শিকলটাকে নৈয়ায়িক বিভাগ বর্জন করলে সে মোড়ক নৈয়ায়িক স্তরের প্রধান বিভাগে পৌঁছয়। এবার চমস্কি এমন একটা তাত্ত্বিক চাল চাললেন যা ব্যাকরণ-স্থাপত্যে এক ঘূর্ণিঝড় বা হারিকেন সৃষ্টি করতে সক্ষম। উনি নৈয়ায়িক স্তরে এক রকমের সংশোধন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব রাখলেন। এখন ভেবে দেখুন যে বৈন্যাসিক শির অবতরণ, অথবা যাকে আমি ঝাঁপ বলছি, তা বোধগম্য হওয়ার জন্য নৈয়ায়িক স্তরে এরকম একটা প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকা খুব প্রয়োজনীয়। তা হলে নৈয়ায়িক স্তরে কিভাবে এই বেঠিক শিকলের সংশোধন হয়? এর খুব সোজা উত্তর দিলেন চমস্কি—বৈন্যাসিক স্তরের "ভুল"-কে নৈয়ায়িক স্তরে ঠিক করে দিলেই হবে ; অর্থাৎ এই স্তরে ঝাঁপিয়ে পরা পদশির আবার নিজের জায়গায় লাফ দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। তার মানে হল ইংরাজিতে নৈয়ায়িক স্তরে, ক্রিয়াশির, যেখানে এখন নীচে নেমে আসা বিভক্তির অবস্থান, আবার লাফ দিয়ে বিভক্তির প্রারম্ভিক স্থানে পৌঁছে যায় ; এ ব্যাপারটা আগেই বলা হয়েছে ফরাসিতে বৈন্যাসিক স্তরেই ঘটে (V→I)। এবার লক্ষ্য করে দেখুন যে বেঠিক শিকলটা মুছে গিয়ে সঠিক হয়ে গেল! এখন এই শিকলের রূপান্তর হয়ে হল (V, t), যেখানে ক্রিয়ার বস্তুচিহ্ন 't' এখন কমাণ্ড সিদ্ধান্তের অনুযায়ী পশ্চাদভাগে। অর্থাৎ ক্রিয়া (যার মধ্যে মনে রাখবেন I বা বিভক্তি নিহিত) এখন তার নিজস্ব বস্তুচিহ্নকে কমান্ড করতে পারছে ; এটা একটা পাঠযোগ্য (legible) শিকল।

এটাও লক্ষ্য করবেন যে এই অভিবাসন কিন্তু দৃষ্টিগোচর বা "অদৃশ্য অভিবাসন"

(Invisible Movement), কারণ এই অভিবাসনের ধ্বনিগত স্তরে কোন প্রভাব নেই—স্বপ্নের মধ্যে চিৎকারের মত। আর যেহেতু এটা নৈয়ায়িক স্তরের অভিবাসন, গন্তব্যস্থল অধিকৃত কিনা সেটা অবান্তর—যেমন এই উদাহরণে বিভক্তি স্থলে (I-স্থানে) বিভক্তির প্রারম্ভিক ঝাঁপের জন্য একটা বস্তুচিহ্ন আছে, কিন্তু তা ক্রিয়ার বিভক্তি সমেত সেই স্থানে উত্তরণে কোন বাঁধা সৃষ্টি করে না।

কল্পনা ক্ষমতার এই বিস্ময়কর স্ফুরণের প্রতিফল কি? প্রথমত ন্যূনতম-প্রচেষ্টা নির্দেশাবলি-জাতীয় প্রতিফলের কথা চিন্তা করুন। এখন তুলনামূলকভাবে ইংরাজি আর ফরাসিতে এক বিশেষ পার্থক্য ধরতে পেরেছি—যেখানে ইংরাজিতে দুটো অভিবাসন হচ্ছে, ফরাসিতে শুধু একবার। ভেবে দেখুন—ইংরাজিতে প্রথমে বিভক্তি ক্রিয়াশিরে ঝাঁপ দেয় এবং তারপর সেই ক্রিয়াশির বিভক্তি সমেত আবার বিভক্তি স্থানে লাফ দিয়ে ফেরে। কিন্তু ফরাসিতে তা নয়—সে ভাষায় ক্রিয়াশির বিভক্তি স্থানে একবারই লাফ দেয়। এবার বৈন্যাসিক প্রকরণের মিতব্যয়িতার পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্যায়ন করলে বলা যাবে ইংরাজিতে অভিবাসনের য়ো-য়ো ক্রম থাকাতে, সেই ভাষায় অভিবাসনের "খরচা" বেশি। এবার যদি আমরা ন্যূনতম-প্রচেষ্টা প্রয়োগ সিদ্ধান্তে প্রয়োগ করি, তা হলে কিন্তু বলতে পারি যে ফরাসির মত ইংরাজিতেও শুধুমাত্র ক্রিয়ার উত্তরণ সম্ভব, তাহলে কিন্তু ইংরাজি আর ফরাসির পার্থক্য ঘুঁচে গেল—শুধু এটা বলা জরুরি যে ইংরাজিতে এই অভিবাসন শুধুমাত্র নৈয়ায়িক স্তরেই ঘটে। দ্বিতীয়ত, ন্যূনতম-প্রচেষ্টা সিদ্ধান্ত মেনে চলার দরুন কোনও না কোনও স্তরে ইংরাজি এবং ফরাসি দু ভাষাতেই ক্রিয়া-উত্তরণ দেখছি—ফরাসিতে স্পষ্টত প্রত্যক্ষ রূপে বাক-ঘোষণ (Spell-Out) বিন্দুতে, এবং ইংরাজিতে আবৃতে নৈয়ায়িক স্তরে। তৃতীয়ত, নৈয়ায়িক স্তরে ক্রিয়া-অভিবাসনের প্রমাণ, এই স্তরে সচরাচর অভিবাসনের সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে, যেমন কারক-সম্পর্ক স্থির করা, ইত্যাদি—এ সব অবশ্য অন্য আরেক দিনের গল্প।

ন্যূনতম-প্রচেষ্টা মিতব্যয়িতা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরাসি-ইংরাজিতে ক্রিয়া-অভিবাসন সম্পর্কে নিম্নলিখিত দুটি সম্ভবত প্রশ্ন খুব ভিন্ন উত্তর পাবে :

(ক) উত্তরণ কেন ইংরাজিতে বর্ধিত?

উত্তর: কারণ নৈয়ায়িক অভিবাসন "সস্তা"

(খ) ইংরাজিতে have/be জাতীয় সহায়ক ক্রিয়া এবং ফরাসিতে মূল ক্রিয়া-অভিবাসন কেন প্রত্যক্ষ বৈন্যাসিক স্তরে ঘটে?

উত্তর: সহায়ক ক্রিয়া জাতীয় বস্তু "হালকা" বলে তারা নৈয়ায়িক স্তরে অদৃশ্য থাকে, তাই তারা প্রত্যক্ষ বৈন্যাসিক স্তরেই উত্তরণ করে। ফরাসি মূল ক্রিয়ার সবল স্বলক্ষণ (strong features) থাকাতে তাদের অভিবাসন প্রত্যক্ষ স্তরে ঘটা বাধ্য কারণ ধ্বনিগত স্তরে সবল-স্বলক্ষণ বরদাস্ত করা যায় না, ফলে ধ্বনিগত স্তরে পৌঁছনোর আগেই এই রকম সবল-স্বলক্ষণগুলোকে বাতিল করে মুছে ফেলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্তরে অভিবাসনবাধ্য। এটা জানা দরকার

যে সবল-স্বলক্ষণ মুছে ফেলার কাজ একমাত্র অভিবাসন (অথবা দূরপাল্লার সম্পর্ক স্থাপন অবলম্বনে) দ্বারাই সম্ভব, কারণ + এবং - স্বলক্ষণ একে-অপরকে বাতিল করতে সক্ষম হয়।

আমার মতে ইংরাজি-ফরাসির শির-অভিবাসনের ঐক্যসাধনের প্রভাব অনেক বিস্তারিত। ন্যূনতম-প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়া-অভিবাসনকে দেখার ফলে ইংরাজি-ফরাসি ভাষার একরূপীকরণ হল, এই দুই ভাষা কোনও এক স্তরে (এখানে দেখেছি নৈয়ায়িক স্তরে) এক রকমের ভাষা হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফল কারণ সঞ্জননী ব্যাকরণের নৈয়ায়িক স্তরে ভাষাগুলো অনুরূপ। তাই বলা যেতে পারে যে চমস্কির প্রকরণ-পরিবর্তনকারী মনুষ্য সন্তানের জন্মগত সমানত্ব বিষয়ক বিশ্বজনীনতার সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় আরও এক বিশ্বজনীনতা—আমাদের সবার পরিবেষ্টক বিশ্বকে বোঝার প্রথাও এক।

যদি একে আমরা ঘূর্ণিঝড় বা হারিকেন না বলি, তা হলে হারিকেন কি?

References

Bhattacharya, Tanmoy, 1995a. DPs in Bangla. *Journal of the MS University of Baroda,* 43.1.

Bhattacharya, Tanmoy, 1995b. *A Computational Study of Transitivity.* Hyderabad : University of Hyderabad Dissertation.

Bhattacharya, Tanmoy, 1997. A Minimalist Account of Mood in Bangla. Paper presented at the XVIII SALA Meeting. Delhi : Jawaharlal Nehru University.

Bhattacharya, Tanmoy, 1998a. The Subjunctive in Bangla. Paper presented at the ''The Syntax and Semantics of Tense and Mood Selection.'' conference, Bergamo, Italy.

Bhattacharya, Tanmoy, 1998b. Modality Operators in Bangla, *PILC Journal of Dravidic Studies.* 153-166

Bhattacharya, Tanmoy, 1998c. The NP-Shell in Bangla. Paper presented at the 19th Roundtable Meeting of the South Asian Linguistics Association, York.

Bhattacharya, Tanmoy, 1998d. DP-Internal NP Movement. *UCL Working Papers in Linguistics* 10 : 225-252.

Bhattacharya, Tanmoy, 1999a. Specificity in the Bangla DP. *Yearbook of South Asian Language and Linguistics* 2, ed. by R. Singh, 71-99. New Delhi/London : Sage Publications.

Bhattacharya, Tanmoy, 1999b. In Search of the Vague 'one'. *Proceedings of ConSOLE 7,* 33-48. Leiden.

Bhattacharya, Tanmoy, 1999c. Gerundial Aspect and NP Movement. *Yearbook of South Asian Language and Linguistics 3,* ed. by R. Singh, 123-146. New Delhi/London : Sage Publications.

Bhattacharya, Tanmoy, 2001. Numeral/Quantifier-Classifier as a Complex Head. *Semi-Lexical Heads,* 191-221 Hague : Mouton de Gruyter.

Bhattacharya, Tanmoy and Probal Dasgupta, 1996. Classifiers, Word Order and Definiteness. *Word Order in Indian Languages*, ed. by V.S. Lakshmi and A. Mukherjee, 73-94. Hyderabad : Booklinks.

Chomsky, Noam, 1957. *Syntactic Structures*. The Hague : Mouton.

Chomsky, Noam, 1965. *Aspects of the Theory of Syntax.* Cambridge, Mass : MIT Press.

Chomsky, Noam, 1973. Conditions of transformations. In *A Festschrift for Morris Halle*, eds. Stephen Anderson and Paul Kiparsky, 232-286. New York : Holt, Rinehart and Winston.

Chomsky, Noam, 1977. Filters and Control. *Linguistic Inquiry* 8.3 : 425-504.

Chomsky, Noam, 1981. *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, Noam, 1986. *Barriers*, Cambridge, Mass. : MIT Press.

Chomsky, Noam, 1989. *Some Notes on Economy of Derivation and representation*. In *MIT Working Papers in Linguistics* 10 : 43-74, eds. Itziar Laka and Anoop Mahajan. Cambridge, Mass. : MIT Press. [reappeared in *Principles and Parameters in Comparative Grammar*. ed. Robert Freidin, 1991. 417-454, Cambridge, MA : MIT Press, and finally became the 2nd chapter of Chomsky 1995b with minor revisions]

Chomsky, Noam, 1995. *Minimalist Program*. Cambridge, Mass. : MIT Press.

Chomsky, Noam, 1998. ''Minimalist Inquiries'' the Framework. *MIT Occasional Papers in Linguistics* 15. [Published as Chomsky, (2000)]

Chomsky, Noam, 2000. Minimalist inquiries : the Framework. In *Step by Step : Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik*, ed. Roger Martin, David Michaels, and Juan Uriagereka, 89-155. Cambridge, Mass. : MIT Press.

Emonds, Joseph, 1976. *A Transformational Approach to English Syntax : Root, Structure-preserving, and Local Transformations*. New York : Academic Press.

Gazdar, Gerald, Ewan Klein, Geoffrey Pullum, Ivan Sag, 1985. *Generalized Phrase Structure Grammar.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Pollock, Jean-Yves, 1989. Verb Movement, Universal Grammar and the structure of IP. *Linguistic Inquiry* 20 : 365-424.

Pollock, Jean-Yves, 1993. Notes on Clause Structure. Ms. Universite de

Picardie, Amiens.
Rizzi, Luigi, 1990. *Relativized Minimality*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Roberts, Ian, 1985. Agreement Parameters and the Development of English Modal Auxiliaries. *Natural Language and Linguistic Theory* 3 : 21-58.
Ross, John Robert, 1967. *Constraints on Variables in Syntax*. Doctoral Dissertation, MIT, Cambridge, Mass Published as *Infinite Syntax*! Norwood, N. J. : Ablex (1986)
Roy, Indrani, 1995. *Syntax of Negation in Bangla*. M.A. Dissertation, M.S. University of Baroda, Vadodara.
Roy, Indrani, 1996. *The Expression of Time and the Position of Neg in the Chittagong Bangla Functional Head Sequence*, M.Phil. Dissertation, University of Hyderabad.

টীকা

১ এ প্রবন্ধ আমার বাংলায় লেখার প্রথম প্রচেষ্টা, এর আগে আমার একটা লেখা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু লিখেছিলাম ইংরাজিতে। এই বর্তমান প্রবন্ধটা মৃণালদার (মৃণাল নাথ) নিরন্তর উৎসাহের ফলেই লিখে ফেলতে পারা গেছে, উনি এত মাস এই প্রবন্ধটার জন্য অপেক্ষা করেছেন যে আমি লিখতে বাধ্য হয়েছি। সেই উৎসাহ এবং সেই অপেক্ষার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। যদিও হয়তো অনেক ভুল থেকে যাবে, তবুও জানি যে অনেকেই এই প্রবন্ধ দেখে খুশি হবেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম নিশ্চয়ই প্রবালদা (প্রবাল দাশগুপ্ত) যিনি অনেক বছর ধরে আমাকে বাংলায় লেখানোর চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছেন! উদয়দা (উদয় নারায়ণ সিংহ), পবিত্রদা (পবিত্র সরকার) আর শিশিরকেও (শিশির ভট্টাচার্য্য) ধন্যবাদ জানাই এই উপলক্ষে, যাঁদের ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা প্রায়ই ধার নিয়েছি।

২ পরে দেখবেন আমি একটা "য়ো-য়ো" অভিবাসন ক্রমের কথা বলেছি, আর সেই বিকল্পটা যে চমস্কির ১৯৮৭-র ক্লাস লেকচারে বলা হয়েছিলও, সেটাও পোলক বলেছেন। সুতরাং ব্যাকরণিক মিতব্যয়িতার প্রকল্পটা ধরতে না পারাটা অথবা তুলে না ধরাটা আরও আশ্চর্যের।

৩ এই পত্রিকার অনেক পাঠকই যারা সঞ্জননী ব্যাকরণে কাজ করেন বা করেছেন, তাঁরাও হয়তো এই পার্থক্যটা নজর করেননি।

৪ ইংরাজিতে মূল ক্রিয়ার V->I অভিবাসন দেখানো হয়েছে ২.২ অনুচ্ছেদের (ক) বৃক্ষ-চিত্রে।